এই সময়
মানবজমিন
হকার সংগ্রাম কমিটির মুখপত্র

প্রথম বর্ষ ।। চতুর্থ সংখ্যা ।। অক্টোবর ২০২৫ ।। বিনিময় ১০ টাকা

শক্তিমান ঘোষের সম্পাদকীয়

আমাদের অপারেশন সানশাইনের বিরুদ্ধে যে লড়াই, সেই লড়াইয়ে আমরা পাশে পেয়েছিলাম পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের। সেই সময় আমরা একটি বুদ্ধিজীবী সম্মেলনের আয়োজন করি, যেখানে দল-মত নির্বিশেষে সকল প্রথম শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী, বহু বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদেরও আমাদের পাশে পাই। বাংলা সংস্কৃতি জগত থেকে আমরা পাশে পেয়েছিলাম মহাশ্বেতা দেবী, তরুণ সান্যালের মতো প্রমুখ ব্যক্তিত্বদের।

আমাদের অপারেশন সানশাইনের বিরুদ্ধে যখন প্রতিবাদ চলছিল, তখন ১৯৯৭ সালে মেধা পাটকর প্রথমবারের মতো কলকাতায় আসেন। তিনি যা বললেন, তা আমাদের চোখ খুলে দিল, নতুন দিশা দেখালো। আমরা জানতে পারলাম যে শুধু কলকাতাই নয়, এ ধরনের উচ্ছেদ অভিযানের শিকার হয়েছে রাজধানীর ৫০,০০০ ছোট কারখানা, হকার ও বস্তি। সৌন্দর্যায়নের নামে বোম্বাইকে সাংহাই বানানোর পরিকল্পনা হোক, রাজস্থানের অপারেশন পিংক হোক, বা কলকাতার মেগাসিটির স্বপ্ন—বারবার আঘাত হেনেছে সর্বনিম্নস্তরের মানুষের উপর, আমাদের হকারদের উপর। সেই সময় কলকাতার মেগাসিটি নির্মাণের কাজের জন্য ৩০,০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগের পরিকল্পনা চলছিল। আমরা জানতে পারি যে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জন মেজরের কলকাতায় আসার কথা

১৯৯৭-এর অপারেশন সানশাইন স্মরণ মিছিলের পোস্টার

অপারেশন সানশাইনের মিছিলে কলকাতা পাটুলির মহিলা হকারেরা

সময় হকারদের যে পরিমাণ ব্যবসা হয়, তার লাভের অংশ আগামী ছয় মাসের পুঁজির কাজ করে। তাই এই এক মাস ব্যবসা করার অধিকার আমরা কোনোভাবেই ছাড়তে পারিনি। তখন আমার মাথায় একটি অদ্ভুত খেয়াল এলো—আমরা লুঙ্গি মিছিল করার পরিকল্পনা করলাম। আমরা বামফ্রন্ট সরকারের একতরফা ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে আমাদের সংগ্রাম শুরু করি। আজ আমি স্বীকার করি

ছিল অপারেশন সানশাইনের ঠিক পরপরই। বামফ্রন্ট সরকার তখন বহু বস্তি উচ্ছেদ করেছিল, যেমনটা ২০২৩ সালে জি-২০ সম্মেলনের জন্য দিল্লি সরকারকে করতে দেখেছি আমরা—শহরের দারিদ্র্যের উপর সবুজ পর্দা ফেলে দেওয়া হয়েছিল, যাতে শহরের বুকে বেঁচে থাকার এই সত্যিটাকে আড়াল করা যায়। এই লড়াই চলাকালীন আমরা বুঝতে পারলাম যে বিশ্বায়নের প্রভাব সৌন্দর্যায়ন ও নগরায়ণের নামে সর্বপ্রথম ফুটপাথের বিক্রেতাদের উপরই আঘাত হানবে।

সেই সময় অপারেশন সানশাইনের বিরুদ্ধে আমরা ধীর গতির জুলুস করতাম রোজ শহরের বিশটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায়; এই বার্তা সরকার পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে, রাস্তার উপর হকারদের অধিকার রয়েছে। আমাদের জুলুসের ধীর গতি শহরের স্বাভাবিক গতিকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। সরকার আমাদের প্রতিবাদের জোর বুঝতে পেরেছিল।

অপারেশন সানশাইনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ লড়াইয়ের পর হকাররা নিজেদের রুজি-রোজগার আবার প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু পুলিশি নজরদারি তখনো হকারদের উপর জারি ছিল। এরই মধ্যে ১৯৯৮ সালে, তৎকালীন পুলিশ মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য নির্দেশ দিলেন যে পুজোর সময় নির্বিবাদে হকারি করা যাবে না। পুজোর সময় এক মাস হকাররা নিজেদের মতো ব্যবসা করত, এবং পুলিশ এই সময়টা কোনো বাধা সৃষ্টি করত না—এমনটাই কলকাতা শহরের বহু বছরের রীতি ছিল।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার হঠাৎ করে আগের সেই ছাড়টি প্রত্যাহার করতে চাইলে, দুর্গাপুজোর সময় রাজনৈতিক ছাপের অজুহাতে সেই ছাড় দিতে তারা নারাজ হয়ে ওঠে। কিন্তু এই

যে, সেই দিনের সেই সংগ্রামে বিভাজনের রাস্তা নেওয়া ঠিক হয়নি। কিন্তু আমাদের অন্য কোনো উপায় ছিল না। সরকার এই লুঙ্গি মিছিলে ভয় পেয়েছিল। আমি আজ আমার সকল মুসলিম ভাইদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী, কিন্তু সেই দিন হাজার হাজার হকারদের মুখের দিকে চেয়ে সেই পাপ আমি করতে বাধ্য হয়েছিলাম। এর পরে আমরা সব রাজনৈতিক দলের ট্রেড ইউনিয়নের সমর্থনে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে একটি চিঠি দিই, যাতে আমরা এই দাবি জানাই যে, সব রাজনৈতিক দল যেন মানে নেয় যে হকারদের এই পুজোর এক মাস ব্যবসা করতে দেওয়া হোক। সরকার সেই লুঙ্গি মিছিল এবং সর্বদলীয় এই চিঠির সামনে মাথা নতাতে বাধ্য হয়েছিল, এবং আমরা আমাদের সংগ্রামের মাধ্যমেই সেই পুজোর এক মাস স্বাধীনভাবে ব্যবসা করার অধিকার ফিরে পেয়েছিলাম। এইভাবে আমরা ১৯৯৮-এর যুদ্ধ জয় করলাম।

কিন্তু যুদ্ধ তখনো অনেক বাকি ছিল। আমরা ২০০০ সালের ৭ থেকে ৯ জানুয়ারি দেশজুড়ে এই সমস্যার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে একটি জাতীয় স্তরের সমাবেশের আয়োজন করলাম। লরেটো স্কুলে কলকাতার সব ট্রেড ইউনিয়নদের নিয়ে এই সমাবেশ হয়। আমাদের দাবি ছিল "হকারদের জন্য জাতীয় নীতি"।

সেই সমাবেশই ছিল ন্যাশনাল হকার ফেডারেশনের জন্মক্ষণ। সেই সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন শহরের বুদ্ধিজীবীবৃন্দ, সংসদ সদস্য, প্রশাসনিক কর্তা, বামফ্রন্টের মেয়র, মিডিয়াকর্মী এবং সকল বাম ও গণতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা।

‘ন্যায়বিচার অপেক্ষা করবে না’

এই সময় মানবজমিন প্রতিবেদনঃ জীবাশ্ম জ্বালানির যুগের সমাপ্তি শুরু হয়েছে। কিন্তু শুধু নিয়ম-নীতির পরিবর্তনই যথেষ্ট নয়; আমাদের দরকার সুশাসন, অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন। নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলো (বৈশ্বিক দক্ষিণ) একটি অন্যায্য বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কারণে জীবাশ্ম জ্বালানির উৎপাদন ও ব্যবহার থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না। অর্থায়নের অভাব এই পরিবর্তনের একটি প্রধান বাধা। আমিয়েরা সাওয়াস, যিনি ফসিল ফিউয়েল নন-প্রলিফারেশন ট্রিটি ইনিশিয়েটিভ-এর গবেষণা ও নীতি বিভাগের প্রধান, তিনি একটি প্রেস কনফারেন্সে স্পষ্ট করে বলেছেন, ‘ন্যায়বিচার আর অপেক্ষা করতে পারবে না।’ এই উদ্যোগটি একটি ক্রমবর্ধমান জোট, যেখানে বর্তমানে ১৬টি দেশ, ৮৫০-এরও বেশি সংসদ সদস্য এবং হাজার হাজার বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ অন্তর্ভুক্ত আছেন। তারা প্রস্তাব দিচ্ছেন জীবাশ্ম জ্বালানি অ-বিস্তার চুক্তির (Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty)। এই চুক্তি প্রস্তাবনার তিনটি মূল স্তম্ভ হলো: জীবাশ্ম জ্বালানির উৎপাদন

সম্প্রসারণ বন্ধ করা। ১.৫°C লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিদ্যমান উৎপাদন পর্যায়ক্রমে ও সমতাভিত্তিকভাবে কমিয়ে আনা। একটি বৈশ্বিক ন্যায়সঙ্গত পরিবর্তন সাধন করা। সাওয়াস ক্লাইমেট অ্যাকশন নেটওয়ার্ক (CAN)-এর আয়োজিত একটি প্রেস কনফারেন্সে এই কথা বলেন, যা পরিবেশ আন্দোলনকারী এবং জলবায়ু বিষয়ক গবেষক গোষ্ঠীর বৃহত্তম বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক। এই নেটওয়ার্কটি কপ ৩০-এর আলোচকদের জন্য তাদের মূল দাবিগুলো উপস্থাপন করছিল। তাদের প্রধানতম দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে এই দুটি দাবি:

ক। দূষণকারী শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার অংশ হিসাবে জীবাশ্ম জ্বালানি ও কর্পোরেট-কৃষির মতো ক্ষেত্রে যেসব শ্রমিক কাজ করেন, তাদের জন্য পুনর্বাসন ও ন্যায়সঙ্গত পরিবর্তনের নিশ্চয়তা দিতে হবে। খ। দূষণকারী শিল্প দ্বারা প্রভাবিত সম্প্রদায়গুলির জন্য উন্নত সুরক্ষার নির্মাণে যেসব সম্প্রদায় দূষণের সরাসরি প্রভাবে বসবাস করে, তাদের অধিকার ও সুস্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

আমিয়েরা সাওয়াস-এর পূর্ববর্তী গবেষণা (গ্র্যান্থাম ইনস্টিটিউট, ২০১৮) লো-কার্বন ভিত্তিক উন্নয়ন এবং নিরাপত্তার মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে গবেষকদের সতর্ক করেছিল। সেখানে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার পদক্ষেপগুলি (যেমন বড় আকারের নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকল্প) যদি স্থানীয় সংবেদনশীলতা, দুর্বলতা এবং ক্ষমতার গতিশীলতাকে বিবেচনা না করে, তবে তা নতুন করে সংঘাতের জন্ম দেবে। তাই, একটি ন্যায়সঙ্গত পরিবর্তন কেবল অর্থের বিষয় নয়, বরং এটি নিশ্চিত করাও গুরুত্বপূর্ণ যে এই পরিবর্তনটি সংবেদনশীল হবে এবং শান্তি রক্ষায় সহায়ক হবে।

আমিয়েরা সাওয়াস-এর বক্তব্যে বৈশ্বিক দক্ষিণের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উঠে এসেছে, তা হলো ন্যায়বিচার ও সমতার প্রতি জরুরী অঙ্গীকার। তিনি জোর দিয়েছেন যে ধনী দেশগুলোকে তাদের ঐতিহাসিক শোষণ ও দূষণের দায় স্বীকার করে নিজেদের জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপাদন প্রথমে বন্ধ করতে হবে, বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশগুলোর ন্যায়সঙ্গত পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান করতে হবে। জীবাশ্ম জ্বালানি চুক্তি কেবল জীবাশ্ম জ্বালানি সীমিত করার বিষয় নয়, বরং এটি একটি নতুন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব যা সকল দেশ ও জনগণকে পিছনে ফেলে না রেখে একটি সুপরিকল্পিত, ন্যায়সঙ্গত ও অর্থনৈতিকভাবে সম্ভবপর ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাবে।

কোভিড-১৯ বিশ্বকে উল্টেছে

ন্যাশনাল হকার ফেডারেশন, মহিলা হকার ফেডারেশনের বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফের ঋণ চক্রের বিরুদ্ধে লড়াই: অক্টোবর ১৬ - ১৮, ২০২৫

এই সময় মানবজমিন প্রতিবেদনঃ কোভিড-১৯ মহামারী শত শত মিলিয়ন মানুষের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও বেঁচে থাকাকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করেছে। বিশ্বব্যাপী সম্প্রদায়গুলোকে দারিদ্র্য, অনিশ্চিত অস্তিত্ব এবং অসমতার দিকে আরও গভীরভাবে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে – যেখানে বিপুল সংখ্যক বেতনভুক্ত ও স্ব-কর্মসংস্থান এবং জীবিকা হারানো এবং খাদ্য, পানি ও স্যানিটেশন, পর্যাপ্ত বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা ও অন্যান্য মৌলিক চাহিদায় প্রবেশাধিকার আরও সীমিত হয়ে পড়ছে। অনুমান করা হচ্ছে যে মহামারী এবং এ দ্বারা অতিমাত্রায় সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দার ফলে ৫০০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে যেতে পারে। বিশ্বের সকল অঞ্চলে নারী, কন্যা শিশু এবং এলজিবিটিআই+ মানুষদের বিরুদ্ধে সহিংসতার সংখ্যা ও তীব্রতা দুটোই বেড়েছে।

এটি কোভিড-১৯, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা, যত্নের সংকট এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জলবায়ু ও বাস্তুসংস্থানিক জরুরি অবস্থা নিয়ে তীব্র একাধিক সংকটের একটি অভূতপূর্ব মুহূর্ত। মানবিক দুর্ভোগের জরুরিতা ও ব্যাপকতা সত্ত্বেও, সরকার এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় মানুষ ও সম্প্রদায়ের জন্য জরুরি অবস্থানে স্থানান্তরিত হতে ব্যর্থ হচ্ছেন।

এই পরিস্থিতিগুলো চলমান ঋণ সমস্যাটির উপর তীব্র আলোকপাত করে, যা মানুষের বেঁচে থাকা, অসমতার বিরুদ্ধে লড়াই, তাদের মানবাধিকার, সার্বভৌমত্ব ও জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ, অর্থনৈতিক, লিঙ্গ ও বাস্তুসংস্থানিক ন্যায়বিচার এবং একটি মর্যাদাপূর্ণ জীবনের সাধনায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ-এর মতো দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক ঋণদাতা, বেসরকারী ব্যাংক, স্পেকুলেটর এবং সরকারী বন্ড ও সিকিউরিটিজের বিনিয়োগকারীদের কাছে সরকারী বহিঃর্ঋণ পরিশোধের জন্য বৈশ্বিক দক্ষিণ দ্বারা বার্ষিক ৩০০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি ব্যয় করা হচ্ছে। বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের অবৈধ অর্থপ্রবাহও ঋণের সমস্যাকে জটিলতর করেছে। এই অর্থটি কোভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য অত্যাবশ্যক স্বাস্থ্যসেবায় সরকারী বিনিয়োগ, ক্ষতিগ্রস্থ, ঝুঁকিপূর্ণ ও প্রান্তিক ব্যক্তি, পরিবার ও সম্প্রদায়কে অর্থনৈতিক ও কাঠামোগত সহায়তা প্রদান এবং আরও ন্যায়সঙ্গত, সমতামূলক, জলবায়ু-সহনশীল এবং টেকসই ব্যবস্থার দিকে অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

আমরা যে সংকটের মুখোমুখি তা জরুরি ও তার তীব্রতা বিবেচনায় রেখে বলা যায়, ঋণ সমস্যার প্রতি প্রতিক্রিয়া সর্বোত্তম ক্ষেত্রেও মারাত্মকভাবে অপর্যাপ্ত, এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রতিকূল।

আইএমএফ এপ্রিল ২০২০-এ একটি কোভিড-১৯ ঋণ ত্রাণ প্যাকেজ ঘোষণা করে এবং বলে যে এটি ৫০০ মিলিয়ন ডলার ব্যবহার করে ২৮টি দেশের দ্বারা আইএমএফ-কে করা কয়েক মাসের ঋণ পরিশোধ কভার করবে। আইএমএফ বলে যে এটি শেষ পর্যন্ত দুই বছরের পরিশোধের পরিমাণ কভার করার লক্ষ্য রাখে, কিন্তু এটি নির্ভর করবে এটি তার সিসিআরটি তহবিলের জন্য সদস্য সরকারগুলির কাছ থেকে অতিরিক্ত অঙ্গীকার পায় কিনা তার উপর। বাস্তবে, আইএমএফ তার

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশ্য সমাবেশ

ভারতের বিভিন্ন স্থানের হকার সমাজের প্রতিবাদ

দাবিগুলো বাদ দেয়নি। সিসিআরটি-তে বেশ কয়েকটি ধনী দেশের অবদান এই ২৮টি দেশের কাছ থেকে আইএমএফ-এর দাবি পরিশোধ করতে ব্যবহৃত হয়েছিল।

একই মাসে, জি-২০ সরকারগুলি ঋণ সেবা স্থগিতাদেশ উদ্যোগ চালু করে – যা একটি বাতিলকরণ নয়, বরং সরকারী ঋণের জন্য ১২ বিলিয়ন ডলার মূল্যের পরিশোধের মাত্র আট মাসের বিলম্ব, এবং মাত্র ৭৩টি দেশকে যোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়। এর মধ্যে, মাত্র ৫.৩ বিলিয়ন ডলার দ্বিপাক্ষিক ঋণ প্রকৃতপক্ষে ৪৩টি দেশের জন্য স্থগিত করা হয়েছে, যার সবই এখন ২০২২ এবং ২০২৪ সালের মধ্যে পরিশোধের জন্য বাকি।

বেসরকারী ঋণদাতারা এ পর্যন্ত তারা যে ঋণের দাবি করে তার কোনটিই বাতিল বা স্থগিত করতে পারেনি। একইভাবে, বিশ্বব্যাংকের মতো বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাংকগুলিও ঋণ বাতিল করতে ব্যর্থ হয়েছে।

এদিকে, বিশ্বব্যাংক, আফ্রিকান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ইন্টার-আমেরিকান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক কোভিড-১৯ প্রতিক্রিয়া পদক্ষেপের জন্য মোট ২০৫.৫ বিলিয়ন ডলার ঋণ দিতে প্রস্তুত। আইএমএফ গত ৬ মাসে ৮১টি দেশে ৮৮ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি জরুরি ঋণ অনুমোদন করেছে। এটি ন্যায়বিচারের একটি বিকৃতি যে বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশগুলি একাধিক সংকটের মুখে আরও বেশি ঋণ নিয়ে শেষ করবে।

ঋণের এই মাত্রাতিরিক্ত সমস্যাটি বিশাল প্রয়োজনীয়তা এবং ঝুঁকির মুখে সরকারী তহবিলের স্রোতের বাইরে।

এই ঋণের একটি বড় অংশ অবৈধ, দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে এবং অবিচ্ছেদ্যভাবে ধার দেওয়া, লোভনীয় ঋণদানের দ্বারা চালিত, ক্ষতিকর প্রকল্প ও নীতির অর্থায়নে ব্যবহৃত, আইনি ও গণতান্ত্রিক প্রয়োজনীয়তা পূরণে ব্যর্থ, কঠিন ও অন্যায্য শর্তে বোঝা, বেসরকারী কর্পোরেশন দ্বারা সংগৃহীত কিন্তু সরকার দ্বারা গৃহীত বা বেসরকারী মুনাফার সরকারী গ্যারান্টির মাধ্যমে সংগৃহীত, নষ্ট বা চুরি হয়ে গেছে।

ঋণের সাথে সংযুক্ত নীতি শর্তাবলী, যার মধ্যে রয়েছে সরকারি সেবা ও সামাজিক সুরক্ষা খাতে কাটছাট, বেসরকারিকরণ এবং কঠোর রক্ষণশীলতা কর্মসূচি, ঋণ সেবনের চেয়ে কম নয় বরং সমান বা তারচেয়েও বেশি ক্ষতি সাধন করেছে, বিশেষ করে নারী ও কন্যা শিশু, আদিবাসী জনগোষ্ঠী এবং সর্বাধিক দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ মানুষ ও সম্প্রদায়ের উপর। এই শর্তাবলী সামাজিক সংঘাত, দারিদ্র্যের অপরাধীকরণ, এবং সামরিকীকরণ ও দমন-পীড়নকে তীব্রতর করেছে।

অধিকন্তু, দক্ষিণের দেশগুলির ঋণ ও "ঋণগ্রস্ততা" হলো আধিপত্যের একটি ফলাফল এবং একটি হাতিয়ার উভয়ই – এটি দেশ ও জনগণের নিজস্ব অর্থনৈতিক কর্মসূচি গঠনের ক্ষমতাকে অবদমিত করে এবং সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলিকে দুর্বল করে।

এই সমস্ত কিছু সেই সত্যের সাথে চরম বৈপরীত্য বহন করে যে, বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশগুলির জনগণ তাদের নামে

ভারতের বিভিন্ন স্থানের হকার সমাজের প্রতিবাদ

নিউইয়র্কে মহিলা হকারদের মিছিল

করা ঋণের দাম বারবার বহন করেছে – তাদের অর্থ, তাদের জীবিকা, তাদের নিরাপত্তা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, তাদের জীবন এবং গ্রহের স্বাস্থ্যের বিনিময়ে। এবং এই সমস্ত কিছুই বৈপরীত্য তৈরি করে দক্ষিণের জনগণের প্রাপ্য অনেক বড় সামাজিক, ঐতিহাসিক ও বাস্তুসংস্থানিক ঋণের সাথে, যা শতাব্দীব্যাপী ঔপনিবেশিক ও উত্তর-ঔপনিবেশিক সময়ে তাদের প্রাকৃতিক সম্পদের লুণ্ঠন ও তাদের শ্রম, যার মধ্যে রয়েছে নারীদের অবৈতনিক গৃহস্থালি ও সেবামূলক কাজ, শোষণের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে।

আমরা "ঋণ মুক্তি"-র চেয়ে অনেক বেশি দাবি করি, আমরা দাবি করি ঋণ ন্যায়বিচার। আমরা বিশ্ব নেতৃবৃন্দ, জাতীয় সরকারগুলি, সরকারী ও বেসরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের অনুবর্তী হয়ে জরুরি, ন্যায়সঙ্গত, উচ্চাভিলাষী পদক্ষেপ নেওয়ার এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান জানাই:

সকল ঋণদাতা – দ্বিপাক্ষিক, বহুপাক্ষিক ও বেসরকারী ঋণদাতা – এর দ্বারা সকল প্রয়োজনীয় দেশের জন্য সরকারী বহিঃরঋণ পরিশোধ কমপক্ষে আগামী চার বছরের জন্য শর্তহীনভাবে বাতিল করা, যা একটি তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ এবং বকেয়া ঋণ শর্তহীন বাতিলের দিকে একটি স্পষ্ট কর্মসূচি। এছাড়াও, ঋণগ্রহীতা সরকারগুলির ঋণ পরিশোধ বন্ধ করার ক্ষমতা রয়েছে কিন্তু তাদেরকে এভাবে করলে কোনো প্রকার জরিমানার সম্মুখীন হতে হবে না। ঋণ থেকে মুক্ত হওয়া সম্পদ ব্যবহার করে জরুরি প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যক ও সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক সুরক্ষা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবা ও অধিকার নিশ্চিত করা, মানুষ ও সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সুরক্ষিত করা, ক্ষতিগ্রস্থ, ঝুঁকিপূর্ণ ও প্রান্তিক ব্যক্তি, পরিবার ও সম্প্রদায়কে অর্থনৈতিক ও কাঠামোগত সহায়তা প্রদান করা, জরুরি জলবায়ু পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং এমন অর্থনীতি গড়ে তোলা যা ন্যায়সঙ্গত, মানবাধিকার রক্ষাকারী, লিঙ্গ, বর্ণ ও বাস্তুসংস্থানিক ন্যায়বিচারকে প্রচারকারী, জলবায়ু সহনশীল এবং গ্রহের স্বাস্থ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

জাতীয় ঋণ নিরীক্ষণ – সরকারী নিরীক্ষা এবং স্বাধীন নাগরিক নিরীক্ষা উভয়ই – যা ঋণের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, শর্তাবলী, ঋণের প্রকৃত ব্যবহার, এবং ঋণ-সমর্থিত নীতি ও কর্মসূচির প্রভাবগুলির সমালোচনামূলক পরীক্ষা করবে, এবং অটেকসই ও অবৈধ ঋণের পুনরায় সঞ্চয় রোধ করতে ঋণদান, ঋণগ্রহণ ও পরিশোধের নীতির ব্যাপক পর্যালোচনা ও পরিবর্তন।

ঋণ সংকট সমাধানের জন্য একটি ন্যায্য, স্বচ্ছ, বাধ্যতামূলক ও বহুপাক্ষিক কাঠামো (জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে এবং ঋণদাতা-আধিপত্যমণ্ডিত অঞ্চলেতে নয়) যা অটেকসই ও অবৈধ ঋণকে সম্বোধন করে।

অটেকসই ও অবৈধ ঋণের পুনরায় সঞ্চয় রোধ করা, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়াগুলিকে শক্তিশালী করা এবং মানবাধিকার ও জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রক্ষা করার লক্ষ্যে ঋণদান, ঋণগ্রহণ ও পরিশোধের নীতি ও অনুশীলনের ব্যাপক জাতীয় ও বৈশ্বিক পর্যালোচনা ও পরিবর্তন।

· মানবাধিকারের প্রাধান্য এবং রাষ্ট্রসমূহ, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও বেসরকারী অভিনেতাদের অনুরূপ বাধ্যবাধকতার স্বীকৃতি ও প্রয়োগ, যার মধ্যে প্রতিটি রাষ্ট্রের আন্তঃসীমানা দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তাদের এখতিয়ারভুক্ত কোম্পানি, স্পেকুলেটর ও বিনিয়োগকারীদের কাজ বা অবহেলার প্রভাবের জন্য।

· অ-টেকসই ও অবৈধ ঋণের চুক্তিকরণ, ব্যবহার ও পরিশোধ এবং সেগুলি আদায়ের নিশ্চয়তায় আরোপিত শর্তাবলীর কারণে দেশ, জনগণ ও প্রকৃতির উপর যে ক্ষতি হয়েছে তার জন্য ক্ষতিপূরণ।

আমরা ঋণ সমস্যার সুনির্দিষ্ট ও পূর্ণ সমাধান চাই, যা অর্থনৈতিক ও আর্থিক ব্যবস্থার গভীর রূপান্তরের একটি অংশ, যা বর্তমান সংকট এর সময়ে একটি জরুরী দাবি।

ফুটপাতে হকার-পথচারী অংশীদারিত্ব: কলকাতায় টেকসই নাগরিকতার রূপরেখা

অত্রি ভট্টাচার্য্য

কলকাতা শুধু একটি শহর নয়, এটি একটি জীবন্ত সত্তা – যার রাস্তায় রাস্তায় মিশে আছে ইতিহাস, সংস্কৃতি আর জীবনযাপনের নিরন্তর প্রবাহ। এই শহরের প্রাণস্পন্দন অনুভব করা যায় গলি-ঘুঁজে, ফুটপাথে, হকার-পথচারীর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়। কলকাতার ফুটপাথ কেবল চলাচলের পথ নয়, এটি একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক বাস্তুতন্ত্র। এখানে চলাচল করেন পথচারী, আর জীবিকা নির্বাহ করেন রাস্তার পাশের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বা হকাররা। কলকাতার ব্যস্ত এলাকায়—গড়িয়াহাট, কলেজ স্ট্রিট, নিউ মার্কেট, শ্যামবাজার—হকার ও পথচারীদের মধ্যে স্থান নিয়ে দ্বন্দ্ব একটি সাধারণ দৃশ্য।

এই দ্বন্দ্ব নিরসন ও সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে ভারত সরকার ২০১৪ সালে "Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act" প্রণয়ন করে। এই আইনের আলোকে কলকাতায় একটি অংশীদারিত্বভিত্তিক গভর্ন্যান্স মডেল প্রবর্তনের মাধ্যমে হকার ও পথচারীদের মধ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব।

কলকাতার ফুটপাথে হকার সমাজের বিস্তৃত সেবা কাঠামো, রাস্তায় বিভিন্ন শ্রেণীর বিপুল সংখ্যক গণমানুষের উপস্থিত, বিপুল বর্জ্য তৈরি হওয়া — এসব শহর জীবনের নিত্যসঙ্গী। হকাররা শুধু তাদের জীবিকার তাগিদে ফুটপাথে বসেন না, তারা বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে উচ্চমানের সেবাও দেন - তাই খুব কম আয়ের খেটেখাওয়া মানুষ থেকে উচ্চভদ্রবিত্ত সকলেই ফুটপাথে স্বচ্ছন্দ। ক্রেতা/ভোক্তা এবং পথের বিক্রেতা উভয়ই এই শহরেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ - একে অপরের পরিপূরক। হকাররা কলকাতাবাসীদের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সহজলভ্য করে, আর পথচারীরা তাদের ক্রয়ক্ষমতা দিয়ে হকারদের অর্থনীতিকে সচল রাখেন। তাই এই সম্পর্ককে দ্বন্দ্বের বদলে সহাবস্থানের দৃষ্টিতে দেখতে হবে।

ভারত সরকারের Street Vendors Act, 2014: কলকাতার জন্য একটি অংশীদারিত্বমূলক মডেল

এই আইনে হকারদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, তাদের জন্য ভেন্ডিং জোন নির্ধারণ, টাউন ভেন্ডিং কমিটি গঠন, এবং স্থানীয় সরকারের সাথে সমন্বয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কলকাতার জন্য আমরা একটি "পথচারী-ভিত্তিক অংশীদারিত্বমূলক গভর্ন্যান্স" চালু করতে পারি, যেখানে:

· যৌথ কমিটি গঠন: প্রতিটি ওয়ার্ডে হকার, পথচারী, স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং কেএমসি-র প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হবে। · জোনিং পদ্ধতি: হকারদের জন্য নির্দিষ্ট স্থান বরাদ্দ (যেমন: গড়িয়াহাটে নির্দিষ্ট ভেন্ডিং জোন), পথচারীদের জন্য মুক্ত চলাচলের রুট, এবং মিশ্র ব্যবহারের জন্য শেয়ার্ড স্পেস তৈরি। · নিয়মিত আলোচনা: মাসিক বা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সভার মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান। · সচেতনতা ও শিষ্টাচার: হকার ও পথচারী উভয়ের জন্য সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন।

কলকাতায় ফুটপাত-কেন্দ্রিক গভর্নেন্স

"গভর্ন্যান্স" বলতে এখানে শুধু সরকারি নিয়ন্ত্রণ নয়, বরং নাগরিকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের ধারণাকেও বোঝানো হয়েছে। হকার ও পথচারীদের মধ্যে এই অংশীদারিত্ব তৈরি হলে সরকারি নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন দুই-ই সহজ হয়। এটি শুধু আইন নয়, একটি সামাজিক চুক্তি—যেখানে সবাই নিজ দায়িত্ব বুঝে নেয়। কলকাতার মতো বহুসাংস্কৃতিক শহরে এই মডেল আরও বেশি কার্যকর হতে পারে। পথচলাকে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিবহন মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার ওপর জোর দিতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি কলকাতার ফুটপাথ-কেন্দ্রিক জীবনযাপনে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক, যেখানে হকার ও পথচারীদের সহাবস্থান নগর পরিবেশের অপরিহার্য অঙ্গ।

কলকাতায় পথচারী হিসেবে হকারদের ভূমিকা

"নিত্যদিনের শহুরে জীবনে পরিবহন হিসেবে পথচলা" কলকাতার প্রেক্ষাপটে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। হকাররা শুধু পণ্য বিক্রেতা নন, তারাও প্রতিদিন গড়ে পাঁচ থেকে আট কিলোমিটার পথ হেঁটে থাকেন - পণ্য সংগ্রহ থেকে বিক্রয়স্থল পর্যন্ত। এভাবে হকাররাও কলকাতার সক্রিয় পরিবহন ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। Street Vendors Act, ২০১৪ এই কর্মীদের আইনি স্বীকৃতি দিয়েছে, কিন্তু হকারদের দৃষ্টিভঙ্গি এখানে আরও গভীরতা যোগ করে।

শাসন ও নীতি: তৃতীয় বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা

"পরিবহন মাধ্যম হিসেবে পথচলার জন্য শাসন, নীতি ও নগর পরিকল্পনা" সরাসরি Street Vendors Act-এর সাথে সম্পর্কিত। কলকাতায় টাউন ভেন্ডিং কমিটিগুলোতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন:

· পথচারী প্রবাহ বিশ্লেষণ: প্রস্তাবিত উন্নত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি প্রয়োগ · বহু-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সংলাপ: হকার, পথচারী, স্থানীয় বাসিন্দা এবং কলকাতা পৌর নিগমের সমন্বয় · সমতাভিত্তিক বিবেচনা: দ্বিতীয় বিষয়ে উল্লিখিত সমতা সংক্রান্ত বিষয়গুলোর আলোকে নীতি প্রণয়ন

সেবা ও সরঞ্জাম: চতুর্থ বিষয়ের প্রয়োগ

"পরিবহন মাধ্যম হিসেবে পথচলাকে সহজতর করার জন্য সেবা, সরঞ্জাম ও ব্যবসায়িক মডেল" কলকাতার হকার-পথচারী বাস্তুতন্ত্রে নিম্নলিখিতভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে:

· ডিজিটাল মানচিত্রীকরণ: হকার অঞ্চল এবং পথচারী রুটের ডিজিটাল মানচিত্র তৈরি · মোবাইল প্রযুক্তি: পথ খুঁজে নেওয়ার সামর্থ্য উন্নয়ন · তথ্য সংগ্রহ: সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় তথ্য ব্যবহার করে সেবা উন্নয়ন

কলকাতার জন্য একটি অংশীদারিত্বমূলক মডেল প্রস্তাব:

১. পথচারী-হকার অঞ্চলভিত্তিক ব্যবস্থা:

· শুধুমাত্র পথচারীদের জন্য অঞ্চল · সমন্বিত চলাচল অঞ্চল

· হকার-বান্ধব অঞ্চল

২. তথ্য-চালিত পরিকল্পনা:

· পথচারী প্রবাহ বিশ্লেষণ · হকার ঘনত্ব মানচিত্রীকরণ · স্থান ব্যবহার সমীক্ষা

৩. সম্প্রদায়-স্তরের শাসন:

· ওয়ার্ড-ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ কমিটি · নিয়মিত মতবিনিময় সভা

· যৌথ নীতি প্রণয়ন

৪. সক্ষমতা বৃদ্ধি:

· হকারদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি · পথচারী সচেতনতা কর্মশালা · প্রশাসনিক কর্মীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ

পরিবহন মাধ্যম হিসেবে পথ চলার দর্শন এবং Street Vendors Act, ২০১৪-এর আইনি কাঠামো - এই দুইয়ের সমন্বয়ে কলকাতার ফুটপাথগুলোকে রূপান্তরিত করা সম্ভব একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক গণস্থানে। এতে পথচারীরা পাবেন নিরবিঘ্ন চলাচলের অধিকার, হকাররা পাবেন জীবিকার নিশ্চয়তা, এবং শহর পাবে একটি টেকসই নগর বাস্তুতন্ত্র।

প্রত্যাশিত কর্মসূচি ফলাফলের আলোকে বলা যায়, এই মডেল বাস্তবায়নে প্রয়োজন:

· আন্তঃশাস্ত্রীয় জ্ঞান সৃষ্টি; · গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধি; · বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন; · আন্তঃদেশীয় তুলনামূলক শিক্ষা

কলকাতা এই মডেলের মাধ্যমে হতে পারে দক্ষিণ এশিয়ার জন্য একটি আদর্শ, যেখানে হকার-পথচারী অংশীদারিত্বের মাধ্যমে গড়ে উঠবে আরও বেশি হকার-পথচারী উপযোগী, সমতাভিত্তিক টেকসই শহর।

নাশিক

উজ্জ্বল সেনগুপ্ত

দিকে দিকে ওরা লাগাবে আগুন
সৃষ্টি করবে ত্রাস,
নারী-শিশুরা আগুনে জ্বলবে
রক্তে ডুববে লাশ ।

মিডিয়া কাঁপবে নাটকীয় ঝড়ে
প্রশাসন হবে ব্যর্থ,
বহু দিগগজ মতামত দেবে
বাঁচিয়ে নিজের স্বার্থ ।

শাসক ও বিরোধী গলা ফাটাবে
নিজ নিজ অভিমতে,
অথচ সকলে প্রতিটি পদে
হাঁটবে উল্টোপথে ।

ঘৃণা-বিভাজন দিকে দিকে আজ
গিলছে মানবিকতা,
ফাঁদে পড়ে তাই কাঁদছে মানুষ
হারিয়ে স্বাভাবিকতা ।

বাজারের লড়াই এবং রাঁচির হকারেরা

নগেন্দ্র পান্ডে
ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট, রাঁচি ফুটপাত হকার এসোসিয়েশন, ঝাড়খণ্ড, এনএইচএফ

আমি ১৯৮০ সালে হকারি করতে এসেছিলাম। আমি তখন খুব ছোট ছিলাম। তখন থেকেই হকারি করতে আসি। আগে প্রশাসনের লোকেরা এসে আমাদের উচ্ছেদ করত। তারপর মাসে ১০-১৫ দিন আমরা দোকান খুলতাম না। আমাদের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল। তাই আমরা একজন মন্ত্রীকে ডেকে ডেকে তাকে অনুরোধ করতাম আমাদের জন্য দোকান খুলে দিতে। তারপর উৎসব শেষ হলে লোকেরা আবার আমাদের উড়িয়ে দিত। আমরা জানতাম না, যে দেশে আমাদের জন্য কোনও আইন আছে। আমরা জানতাম না যে আমাদের জন্য কোনও নিয়মকানুন আছে। ১৯৮০ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত আমরা অনেক সংগ্রাম করেছি। কিন্তু আমরা জানতাম না কোথায় যেতে হবে। অনেক সংগ্রামের পর, ২০০৯ সালে আমাদের ন্যাশনাল হকার ফেডারেশন ঝাড়খণ্ডে আসে। আমরা শক্তিমান দাদা, অনিতা দাসজির সাথে দেখা করি। আমরা বসে আলোচনা করি, এ দেশে আমাদের জন্য আইন ও নিয়মাবলি নিয়ে। এই সব বুঝে শুনে, আমরা ন্যাশনাল হকার ফেডারেশনে যোগ দিই। ন্যাশনাল হকার ফেডারেশনে যোগ দেওয়ার পর, আমরা ঝাড়খণ্ডের অনেক শহরে বিক্ষোভ করেছি। ২০১০-২০১১ সালে রাঁচিতে এমন একটা সময় ছিল।

নগেন্দ্র পাণ্ডে

সেই সময় আদালত এমন অবস্থায় ছিল যে আদালতের বিরুদ্ধে কথা বলতে কেউই প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু তবুও, আমরা আমাদের অধিকারের জন্য ন্যাশনাল হকার ফেডারেশনের ব্যানার তুলে নিয়েছিলাম। আমরা রাঁচির রাস্তায় নেমে সংগ্রাম করেছিলাম।

তারপর ঝাড়খণ্ডে বিক্রেতাদের জন্য আইন তৈরিতে সরকার বাধ্য হয়। ২০১১ সালে, আমরা ঝাড়খণ্ড বিধানসভা থেকে হকারদের অধিকার ছিনিয়ে আনি। আমরা সেই আইনের জন্য অনেক লড়াই করেছি।

তারপর ২০১৪ সালে, আমাদের আইন বলবৎ হয়। সেই আইনের জন্য লড়াই করার পর, আমরা এক রকমের সমাধানে আসি। রাঁচি শহরে, অনেক বিক্রেতা বাজার স্থাপিত হয়। এই বাজারে, ৪৭২ জনের জন্য দেশের সেরা অটল স্মৃতি বিক্রেতা বাজার স্থাপিত হয়। রাঁচি শহরে, একটি সবজি বাজার স্থাপিত হয়। লালপুর অঞ্চলে আরও একটি সবজি বাজার স্থাপিত হয়। রাঁচির মুড়াবাড়ি শহরে ফাস্ট ফুডের জন্য আরও একটি বাজার স্থাপিত হয়। আমি তোমাকে এই চারটি বাজারের কথা বলছি। কিন্তু আরও অনেক ভেন্ডিং জোনও আছে। যদি ন্যাশনাল হকার ফেডারেশন দ্বারা এই চারটি বাজার স্থাপিত না হত, তবে যেসব জায়গায় এই বাজারগুলি স্থাপিত হয়েছে, সেই রাজধানী শহরের হৃদয়, কাছারি রোডের অটল বিক্রেতা বাজারও রাজধানীর হৃদয়েই অবস্থিত। নাগা বাবা খাটালের সবজি বাজারও শহরের কেন্দ্রস্থলে। লালপুরের সবজি বাজারও শহরের কেন্দ্রস্থলে। মুড়াবাড়ির বাজারটি এমন একটি শান্ত অঞ্চল, যেখানে সব ভিআইপি ব্যক্তিরা বাস করেন। তবুও, সরকারকে এমন জায়গায় একটি বিক্রেতা বাজার স্থাপন করতে বাধ্য করা হয়েছিল। কারণ, তুমি জানো, যতক্ষণ না তুমি ক্ষমতার সাথে, সরকার বা প্রশাসনের সাথে লড়াই করছ, ততক্ষণ তারা তোমার জন্য কিছু করতে প্রস্তুত হবে না।

তারা তখনই কিছু করবে যখন তারা মনে করবে যে তাদের কিছু করতেই হবে। আজ, ন্যাশনাল হকার ফেডারেশনের সময় এসেছে। রাঁচির অনেক অঞ্চলে, আমাদের চারটি বিক্রেতা বাজার

স্থাপিত হয়েছে। অনেক অঞ্চলে, এবং প্রতিটি ওয়ার্ডে, একটি বিক্রেতা বাজার স্থাপনের প্রস্তাব রয়েছে। আমি নিশ্চিত যে এটা খুব শীঘ্রই পূর্ণ হবে। কারণ ন্যাশনাল হকার ফেডারেশন ঝাড়খণ্ডে খুব কার্যকরভাবে কাজ করছে। আমি নিশ্চিত যে ভবিষ্যতে, প্রতিটি অঞ্চলে এবং প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি বিক্রেতা বাজার স্থাপিত হবে। এর কৃতিত্ব শক্তিমান দাদা, অনিতা দাসজি, এবং বিশেষ করে কলকাতার ইউনিয়নের। শুরুতে, যখন আমরা ন্যাশনাল হকার ফেডারেশন, রাঁচির বিক্রেতাদের জন্য লড়াই করছিলাম, তখন কলকাতার ইউনিয়ন একটি বড় ভূমিকা পালন করেছিল। কারণ আমাদের সেভাবে সচেতনতা ছিল না। আমরা জানতাম না যে আমাদেরও কিছু অধিকার আছে। তাই, সেই সময়, তারা আমাদের কাছে গিয়ে আমাদের সচেতন করেছিল। তারা আমাদের ধাপে ধাপে রাঁচি, ঝাড়খণ্ডের রাস্তায় লড়াই করতে যুক্ত করেছিল। কলকাতার নেতৃত্ব অনেক কাজ করেছিল। আজ, তার ফল হল আমাদের রাজধানীতেই চারটি বিক্রেতা বাজার স্থাপিত হয়েছে। এবং আরও অনেক বিক্রেতা বাজার স্থাপিত হচ্ছে, যা খুব শীঘ্রই চালু হবে।

শিকাগোর অভিবাসী হকারদের আমেরিকা অভিবাসন দপ্তরের অভিযানের আশংকা

এই সময় মানবজমিন প্রতিবেদনঃ শিকাগোতে আইসিই এজেন্টরা একজন তামাল বিক্রেতাকে আটক করার একদিন পর, তার পরিবারের সদস্যরা ব্যাক অফ দ্য ইয়ার্ডস পাড়ায় বেরিয়েছিলেন, মাত্র এক ঘন্টার মধ্যে তাদের স্টক বিক্রি করে দিয়েছিলেন, কিন্তু এখন বৃহত্তর রাস্তার বিক্রেতা সম্প্রদায়ের মধ্যে শীতল প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। শহরের দ্বিতীয় ব্যস্ততম খুচরা করিডোর লিটল ভিলেজের ২৬তম স্ট্রিটে, শিকাগো এলাকায় ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন ক্র্যাকডাউন অপারেশন মিডওয়ে ব্লিটজের মধ্যে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে লক্ষণীয়ভাবে কম রাস্তার বিক্রেতারা কাজ করছেন।

"রাস্তাগুলি সাধারণত ভরা থাকে," শিকাগোর স্ট্রিট ভেন্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের মারিয়া ওরোজকো বলেন। তার বাবা-মা রাস্তার বিক্রেতা, এবং এই মাসের শুরুতে শিকাগোতে আইসিই তার আইন প্রয়োগ জোরদার করার পর থেকে তারাও কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন। "তিনি যখনই বাইরে যান তখন আমি তার জন্য চিন্তিত হই," তিনি বলেন। তিনি এমন একজন ব্যক্তির মতো বিক্রেতাদের পক্ষেও কথা বলেন যিনি বলেছিলেন, আইসিই নিয়ে তার উদ্বেগ থাকা সত্ত্বেও, তিনি কেবল একদিন ছুটি নিতে পারবেন না। তিনি শিকাগোতে ৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে শাকসবজি থেকে শুরু করে বাদাম পর্যন্ত সবকিছু বিক্রি করে আসছেন। "যা কিছু ঘটছে তাতে ভীত," তিনি একজন দোভাষীর মাধ্যমে বললেন। "আমি বেঁচে থাকার উপায় খুঁজছি, কারণ আমার কোনও চাকরি নেই। আমি এটাই করি।" শুক্রবার সকালে, সম্প্রদায় লরা মুরিলোর পিছনে সমাবেশ করে, একজন তামাল বিক্রেতা, যাকে বৃহস্পতিবার ব্যাক অফ দ্য ইয়ার্ডসে আইসিই হেফাজতে নেওয়া হয়েছিল। সমর্থকরা শুক্রবার ৪৭তম এবং ওয়েস্টার্নের কাছে তার স্ট্যান্ড থেকে ৩০০ টিরও বেশি তামাল কিনেছিলেন। এই মাসের শুরুতে, শিকাগোর একজন ফুল বিক্রেতার সাথে শহরতলিতে একজন প্যালেটা (পপসিকল) বিক্রেতাকে আটক করা হয়েছিল। "আমি মনে করি এটি খুবই হৃদয়বিদারক, এবং এটি হাস্যকর যে তারা আমাদের রাস্তার বিক্রেতাদের পিছনে আসছে," ওরোজকো বলেন। যেসব বিক্রেতা বাড়িতে থাকার এবং কাজ না করার কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাদের জন্য শিকাগোর স্ট্রিট ভেন্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন একটি অনলাইন তহবিল সংগ্রহের মাধ্যমে অনুদান সংগ্রহ করছে।

শিকাগোর পথ ব্যবসায়ী

প্রকাশ পেল অধ্যাপক রিম্পা ঘোষের হকার বিষয়ে গবেষণা From Margins to Rights

এই সময় মানবজমিন প্রতিবেদনঃ ৮ নভেম্বর, ২০২৫, উজ্জয়নী, মধ্যপ্রদেশে ন্যাশনাল হকার ফেডারেশনের সম্মেলনে অধ্যাপিকা ড. রিম্পা ঘোষের হকার সংক্রান্ত বই From Margins to Rights: Street Vending and Urban Governance in India – The Kolkata Experience উদ্বোধন ও উপস্থাপনা

ন্যাশনাল হকার ফেডারেশন-এর জাতীয় নেতৃত্ব সভায় একটি বিশেষ অধ্যায় হিসেবে আয়োজিত হয় ড. রিম্পা ঘোষের গবেষণাধর্মী বই "From Margins to Rights" এর উদ্বোধন ও উপস্থাপনা। বইটির বিষয়বস্তু—ফুটপাথের দোকানিদের অধিকার ও নাগরিক শাসন—এনএইচএফ-এর সংগ্রাম ও লক্ষ্যের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত হওয়ায় এই সভা উপযুক্ত মঞ্চ হয়ে ওঠে।

ড. রিম্পা ঘোষ তার বক্তব্যে বইয়ের প্রধান যুক্তি ও অনুসন্ধানগুলি সংক্ষেপে তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে ফুটপাথের ব্যবসা কেবল একটি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নয়; এটি নাগরিকত্ব, নগরীয় ন্যায়বিচার এবং 'শহরের অধিকার'র প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। ২০১৪ সালের ফুটপাথ বিক্রেতা (জীবিকা নির্বাহ ও রক্ষণাবেক্ষণ) আইন একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হলেও এর বাস্তবায়নে এখনও বিস্তর ফারাক রয়েছে।

তিনি বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গ ও কলকাতার অভিজ্ঞতার উপর আলোকপাত করেন। তার গবেষণায় উঠে এসেছে যে আইনের প্রায়োগিক সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে স্থানীয় প্রশাসন, রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও বিক্রেতাদের সংগঠনের উপর। তিনি তার গবেষণার সময় ন্যাশনাল হকার ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ, সাধারণ বিক্রেতা এবং কলকাতা পুরসভার প্রশাসক শ্রী দেবাশীষ কুমারের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন, যা এই বিশ্লেষণকে সমৃদ্ধ করেছে।

· প্রযুক্তি ও স্বচ্ছতা: ড. ঘোষ ডিজিটাল স্বচ্ছতা উদ্যোগের কথা উল্লেখ করেন, যেখানে অনলাইনে লাইসেন্স ও সম্মতির মিনিটস পাওয়া যায়। তবে দিল্লির মতো শহরে এর আইনী জটিলতাও তার গবেষণায় চিহ্নিত হয়েছে। · টাউন ভেন্ডিং কমিটি (টিভিসি): তিনি টিভিসির নিয়মিত বৈঠকের গুরুত্ব তুলে ধরেন, কিন্তু একই সাথে এর নির্বাচনী পদ্ধতির সমালোচনাও করেন। তার মতে, টিভিসি বিক্রেতাদের একটি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা হওয়া উচিত, যেখানে রাজনৈতিক প্রভাবের বদলে সংগঠনের প্রতিনিধিরা জায়গা পাবেন। · নারী বিক্রেতা: গবেষণায় নারী বিক্রেতাদের বিশেষ চ্যালেঞ্জ—যেমন মাতৃত্বকালীন সুবিধা, শিশুদের জন্য ক্রেশ ইত্যাদি বিষয়—উত্থাপিত হয়েছে। · সংগঠনের ভূমিকা: তিনি শক্তিশালী ও গণতান্ত্রিক বিক্রেতা সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন, যারা আমলাতন্ত্রের সামনে বিক্রেতাদের দুর্বলতার জায়গা কাটিয়ে উঠতে ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় মুখ্য ভূমিকা নিতে পারে।

এনএইচএফ-এর নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দ বইটিকে তাদের দীর্ঘদিনের আন্দোলন ও বাস্তব অভিজ্ঞতার একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় দলিল হিসেবে স্বাগত জানান। তারা ড. ঘোষের গবেষণায় তাদের বক্তব্য ও সংগ্রামের প্রতিফলন দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। বইটিতে প্রস্তাবিত নীতি-সংস্কার ও বাস্তবায়নের রূপরেখা নিয়ে

অধ্যাপক রিম্পা ঘোষের হকার সংক্রান্ত বই উদ্বোধন

সভায় গঠনমূলক আলোচনা হয়। উপস্থিত বিক্রেতা প্রতিনিধিরা বইটি তাদের স্থানীয় সংগ্রামে কীভাবে কাজে লাগানো যায় তা নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

ড. রিম্পা ঘোষের বইয়ের উদ্বোধন ও উপস্থাপনা এনএইচএফ-এর জাতীয় নেতৃত্ব সভায় একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ছিল। এটি শুধু একটি গবেষণা গ্রন্থের প্রচার নয়, বরং একাডেমিয়া ও আন্দোলনের মাঠের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন রচনা করেছে। বইটি ফুটপাথ বিক্রেতাদের অধিকার রক্ষা ও নগর নীতিতে তাদের যথার্থ স্থান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে একটি নতুন তথ্যভিত্তিক ও বিশ্লেষণধর্মী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে বলে সকলের প্রত্যাশা। ড. ঘোষ তার গবেষণার জন্য ফ্রিডরিশ এবার্ট স্টিফটুং এবং তার গুরুজন অধ্যাপক ওম প্রকাশ মিশ্র ও ড. ইন্দ্রজিৎ ব্যানার্জির কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

মৌলানা আজাদ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি ও VREF এর আমন্ত্রণে রাউন্ড টেবিল আলোচনায় হকারদের কণ্ঠস্বর শক্তিমান ঘোষ

এই সময় মানবজমিন প্রতিবেদনঃ কলকাতার রাস্তা, ফুটপাথ আর হকার-পথচারীর সহাবস্থানের জটিল সম্পর্ক, নগর নীতি ও ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রকল্পের রাউন্ড টেবিল আলোচনায় অংশ নিলেন ন্যাশনাল হকার ফেডারেশনের (এনএইচএফ) সাধারণ সম্পাদক, হকার আন্দোলনের নেতা শক্তিমান ঘোষ। গত ১১ই অক্টোবর, ২০২৫ সাল সন্ধ্যায় ইনস্টিটিউট অফ টাউন প্ল্যানার্স, ইন্ডিয়ার সাল্টলেক কার্যালয়ে এই মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

"এনট্যাঙ্গলড পাথওয়েজ: পলিসি লেসনস ফ্রম স্ট্রিট ভেন্ডিং, ওয়াকিং অ্যান্ড ফুটপাথ্স ইন কলকাতা অ্যান্ড ব্যাংকক" শীর্ষক এই গবেষণা প্রকল্পটি সুইডেনের ভলভো এডুকেশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন দ্বারা অর্থায়িত। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য কলকাতা ও ব্যাংককের ফুটপাথের উপর নগর নীতি, হকারব্যবস্থা ও পথচারী পরিকাঠামোর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা। ভারত, থাইল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের গবেষকদের একটি দল এই প্রকল্পে কাজ করছেন।

-প্রকল্পের প্রধান গবেষক ও মৌলানা আজাদ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির অধ্যাপক ড. প্রেমজিত দাস গুপ্ত শক্তিমান ঘোষকে সম্বোধন করে লেখা আমন্ত্রণপত্রে উল্লেখ করেছেন যে, কলকাতায় হকারির-এর ইতিহাস, নগর নীতি, পথচারী পরিকাঠামো এবং ফুটপাথের নাগরিক ব্যবস্থাপনার পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপট সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এই গবেষণার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান। আমন্ত্রণে শক্তিমান ঘোষকে একটি ১০-১৫ মিনিটের উপস্থাপনার মাধ্যমে তিনি তাকে আলোচনার সূচনা করার অনুরোধ জানান।

তাঁর উপস্থাপনায় কলকাতায় হকারিং ও পথচলার ইতিহাস, হকার সংক্রান্ত সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, হকারদের বর্তমান সংগঠন ও আন্দোলন, হকার ও পথচারী-বান্ধব নীতিমালার বর্তমান অবস্থা, এ সংক্রান্ত বিতর্ক এবং হকারী ব্যবসার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন।

শক্তিমান ঘোষের অংশগ্রহণ এই আলোচনায় একটি বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে বলে গবেষক দল জানিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি শুধু হকারদের অধিকার আদায়ের লড়াইই নেতৃত্ব দেননি, ফুটপাথকে একটি জীবন্ত নাগরিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিকে, নগর পরিকল্পনাকারী ও নীতিনির্ধারকদের কাছে তুলে ধরেছেন। কলকাতার ফুটপাথ শুধু চলাচলের পথ নয়, জীবিকা ও সামাজিক মেলবন্ধনের কেন্দ্র – এই দৃঢ় বিশ্বাসের ধারক শক্তিমান ঘোষের বক্তব্য গবেষণা প্রকল্পটিকে স্থানীয় প্রেক্ষাপট ও বাস্তবতার নিরিখে সমৃদ্ধ করেছে। এই সভায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে হকার সম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষ বক্তব্য ও চাহিদাগুলো একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা প্ল্যাটফর্মে উপস্থাপনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ তৈরি হয়। শক্তিমান ঘোষের মতো নেতার কণ্ঠস্বর এই আলোচনায় যুক্ত হয়ে, 'উচ্চপর্যায়ের' নগর নীতিচর্চা ও গবেষণার সাথে মাঠপর্যায়ের সংগ্রাম ও বাস্তবতার একটি সেতুবন্ধন রচিত হবে বলেই আশা করা যায়।

অনুষ্ঠান শেষে আধিকারিকদের সঙ্গে শক্তিমান ঘোষ

IMF, ঋণচক্র ও বৈশ্বিক দক্ষিণের মেয়েরা

মুন্নি সেন
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া

ঋণ কী? সহজ ভাষায় যদি আপনি ব্যাংক থেকে দশ হাজার টাকা ঋণ নেন তাহলে ব্যাংকের কাছে আপনি ঋণী। আর যদি দশ হাজার কোটি টাকা ব্যাংক থেকে ঋণ নেন, তাহলে ব্যাংক আপনার কাছে ঋণী। IMF হল এমন একটা সংস্থা যে বর্তমানে বিশ্বের ১৯১ টি দেশকে ঋণ দিচ্ছে। এটি এমন একটা সংস্থা যা বিশ্ব অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখতে সহায়তা করে এবং তার উপর নজর রাখে।

IMF এই দেশগুলিকে ঋণ দেয় এবং পরামর্শ দেয়, আর্থিক সমস্যা এড়াতে এবং তা থেকে পুনরুদ্ধার হতে সহায়তা করে। আর ঋণী দেশগুলি তাদের ঋণচুক্তির অংশ হিসেবে দেশের নীতিগত পরিবর্তন আনতে সম্মত হয়। IMF এর একটি বিশেষ লিঙ্গবৈষম্যের দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। আমি মূলত সেই দিকটি নিয়ে কথা বলব। ঋণগ্রস্ত দেশগুলির সরকারের সাথে IMF যে সমন্বয় পরিকল্পনা করে, তা শ্রমজীবী মানুষের উপর নির্ভরশীল এবং দরিদ্র পরিবারের মহিলারা এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন। এই প্রভাবগুলি বিশ্বজুড়ে সর্বজনীন। IMF কিন্তু এই সমস্যাকে adress করেছে এবং জরুরি পদক্ষেপ নিয়েছে। বিশেষ করে যখন তারা আবিষ্কার করেছে যে মহিলাদের শ্রমবাজারে অংশগ্রহণবৃদ্ধি পুঁজিবাদী মুনাফা তো ঘটাবেই বরং তার সাথে অর্থনীতির প্রসারও ঘটাতে পারে। IMF এর " Finance and development "রিপোর্টে ২০১৯ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে , 'এরা ডাবলা-নারিস' এবং 'কল্পনা কোচার' লিখেছেন,

"আইএমএফের গবেষণায় উঠে এসেছে যে, নারী ও পুরুষের মধ্যে অসম ক্ষেত্রটি কীভাবে বিশ্ব অর্থনীতিতে বিরাট ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। লিঙ্গ বৈষম্যের অর্থনৈতিক প্রভাবের উপর আইএমএফের প্রাথমিক গবেষণায় ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, পুরুষ ও নারী একই সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে, কিন্তু শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, অর্থ প্রযুক্তি; আইনি অধিকার; এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলিতে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে বৈষম্য নারীদের সেই সম্ভাবনায় বাধা দেয়। ... ফলত, নারীদের এই বাধাগুলি বৃহত্তর পরিসরে নিয়োগকারীদের জন্যেও বাধা যার ফলে উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায় এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও হ্রাস পায়। নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন হ্রাসের ফলে অর্থনীতিতে যে ক্ষতি হয়, তা উন্নত অর্থনৈতিক দেশগুলির জিডিপির আনুমানিক ১০ শতাংশ থেকে শুরু করে দক্ষিণ এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায় ৩০ শতাংশেরও বেশি।

সাম্প্রতিক গবেষণায় আবারও দেখা গেছে যে ক্রমবর্ধমান হারে নারীদের শ্রমশক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করার অর্থনৈতিক সুবিধা পূর্ববর্তী অনুমানের চেয়ে আরও অনেক বেশি।"

আইএমএফ কেবল ঋণদাতাদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই নয়, বিশ্ব পুঁজির স্বার্থ রক্ষার জন্যও কাজ করে। ১৯৯০-এর দশকে তারা ঋণ পরিশোধের জন্য বিশ্বজুড়ে দেশগুলির উপর কঠোর নিয়ম আরোপ করে, কিন্তু হিতে বিপরীত হওয়ার ফলে দারিদ্র্য, বৈষম্য এবং লিঙ্গসমতা সম্পর্কে IMF তার বক্তব্য উন্নত করতে বাধ্য হয়। যেহেতু অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিই ছিল এর লক্ষ্য, তাই আমাদেরও এটাকে নারীদের সমানাধিকার নয় বরং বৃহৎ পুঁজির সমৃদ্ধির কৌশল হিসেবেই বোঝা উচিত। ভারতসহ বহু দেশ, যেখানে বেশীরভাগ মানুষই দরিদ্রসীমার নিচে এমনকি তারা ব্যাংকও ব্যবহার করেন না, সেখানে IMF নিজস্ব উদ্যোগে মহিলাদের ক্ষুদ্র ঋণ এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য যে কোনও বাধা দূর করার দিকে মনোনিবেশ করেছে।

এইভাবে, জনসংখ্যার সর্বনিম্ন আয়ক্ষেত্রের মহিলাদের আত্ম-শোষিত "Small entrepreneurs" হতে উৎসাহিত করা হয়। তারাও এই টিকে থাকার অর্থনীতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে এবং সর্বোপরি, সারা জীবনের জন্য ঋণী হয়ে যায়। নতুন অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসন তৈরি করা তো দূরের কথা, এই পন্থা শ্রম অনিশ্চয়তাকে আরও গভীর করে তোলে। এই পরিস্থিতি সেই অঞ্চলেই তৈরি হয় যেখানে চুক্তিহীন কর্মসংস্থান, কম

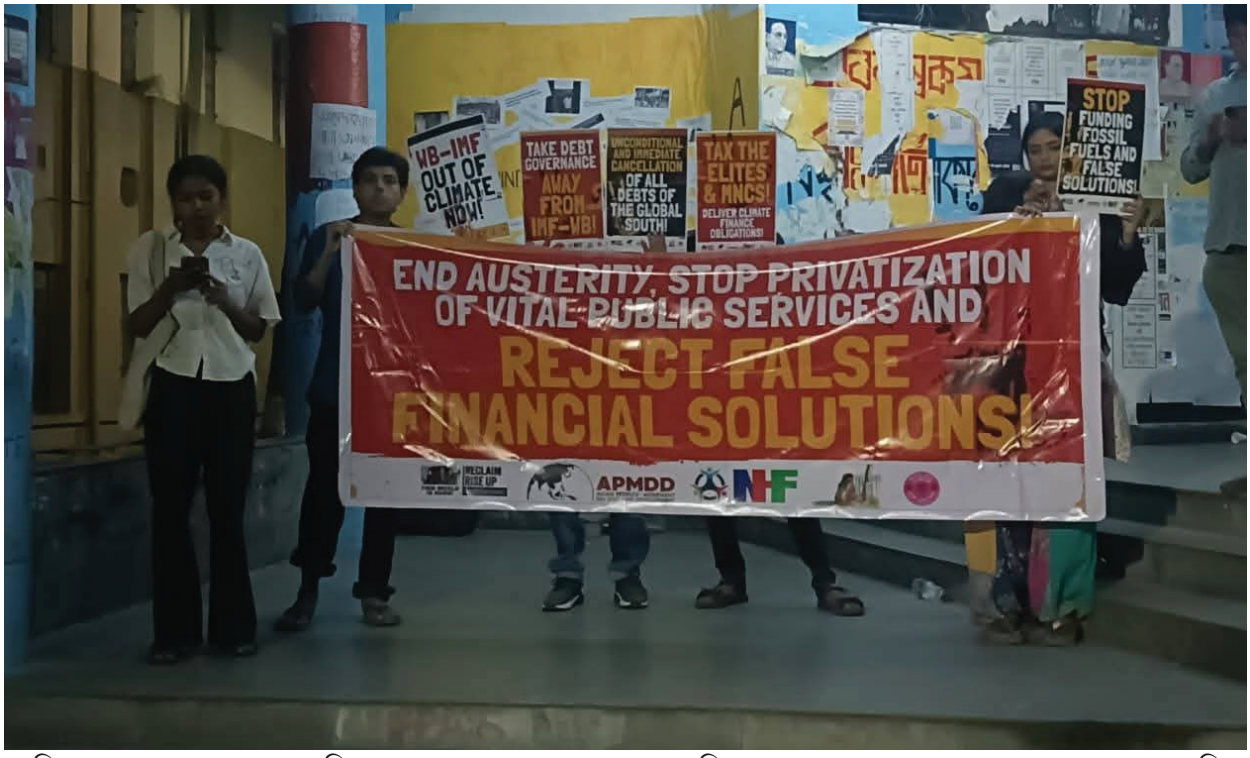

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের প্রকাশ্য সমাবেশ

মজুরি এবং বেকারত্বের মাত্রা বেশি থাকে এবং এর প্রকোপে পড়েন বিশেষ করে মহিলারা।

আইএমএফের কোনও document এ নারীদের শ্রম অধিকারের কথা উল্লেখ নেই। আইএমএফ যখন শ্রমবাজারে নারীদের অংশগ্রহণ করার কথা বলে, তখন নারীদের অধিকার সম্পর্কে একটি শব্দও ছাপানোর পরিবর্তে, এটি নিয়োগকর্তাদের ট্যাক্সে ছাড়সহ অন্যান্য সামাজিক সুবিধাগুলিতে পরিবর্তনের পরামর্শ দেয়। মানে সংক্ষেপে, কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য আরও নিরাপত্তাহীনতা এবং মালিকশ্রেণির জন্য আরও সুবিধা। ৭০ শতাংশেরও বেশি পুরুষ শ্রমবাজারে সক্রিয়, মহিলাদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ৫০ শতাংশেরও কম। কিন্তু উচ্চবিত্ত পরিবারের মহিলাদের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে এই সংখ্যা গড়ের চেয়ে বেশি, ৬২ শতাংশ। যেখানে নিম্নবিত্ত পরিসরের ৪২ শতাংশেরও কম মহিলা শ্রমবাজারে সক্রিয়। নিম্নবিত্ত মহিলারা যেখানে গৃহস্থালিসহ অন্যান্য কাজে দিনে গড়ে আট ঘন্টারও বেশি সময় ব্যয় করেন, সেখানে স্পেকট্রামের অন্য প্রান্তে থাকা মহিলারা দিনে মাত্র চার ঘন্টা ব্যয় করেন। এবং এতে সেই আট ঘন্টা কাজ করা মহিলাদের যা মজুরি হয়, তা তিন জনের একটি পরিবারের মৌলিক খাদ্যের চাহিদা মেটাতে যা প্রয়োজন হয়, তার চেয়ে অনেক কম।

তাহলে IMF এর এই মহিলাদের entrepreneur বানানোর উদ্দেশ্য কী থাকতে পারে?

অবৈধ, অপ্রয়োজনীয় এবং প্রতারণামূলক ঋণ দিয়ে সেই ঋণ পরিশোধের জন্য তাদেরকে বাধ্য করা। প্রাপ্য সামাজিক পরিষেবাগুলি থেকে তাদের বাদ দেওয়া। এবং মহিলাদের অর্থ সংকটে ফেলে, তাদের মজুরি বাড়াতে বাধ্য করে, তাদের অবৈতনিক কাজের ঘন্টা বাড়ানো।

আইএমএফের প্রতিবেদনগুলি এই শ্রেণীগত পার্থক্যগুলিকে একটি গড়ের অঙ্কে ফেলে ঝাপসা করে দেয়। যার ফলে মহিলাদের চাহিদার সঠিক নির্ণয়ের পথে সবচেয়ে বেশি বাধার সৃষ্টি হয়। আমরা দেখতে পাই গৃহস্থালির কাজসহ অন্যান্য পরিচর্যার কাজ যা মূলতঃ মহিলাদের কাজ, সেগুলোকে গুরুত্বহীন মনে করা হয় কারণ জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই কাজগুলো মূল্যহীন। অথচ, এই কাজগুলোকে হাতিয়ার করেই তারা তাদের সুবিধামত বৃহত্তর বদল আনে। দেশের দারিদ্র্য বোঝার ক্ষেত্রে এটি একটি মৌলিক কারণ।

তবে ঋণের এই অনন্ত লুঠ বন্ধ করা অসম্ভব নয়। জাতীয় সম্পদ রক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ব্যাংকগুলিকে জাতীয়করণ করতে হবে এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে শ্রমজীবী মানুষের নিয়ন্ত্রণে। শ্রমজীবী মানুষের দুর্দশা এবং নারীদের অনিশ্চিত জীবনকে ঋণ পরিশোধের মাধ্যম বানিয়ে তোলা আইএমএফ এবং তার সরকারগুলির কাছ থেকে আমাদের জন্য যে নির্মম ভবিষ্যত অপেক্ষায় রয়েছে, তার বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি প্রয়োজন হবে এবং আমার বিশ্বাস, নারীরা তাতে সামনের সারিতে থাকবে।

রিলায়েন্সের প্লাস্টিক মুনাফা ব্যবহার করে খুচরো বাজারে একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠায়

ওম প্রকাশ সিং
উপদেষ্টা, ন্যাশনাল হকার ফেডারেশন

সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে প্লাস্টিক মোটেও নিরীহ নয়। মার্চ ২০২৪-এ প্রকাশিত একটি রিপোর্ট দেখিয়েছে যে প্লাস্টিককে আরও শক্তিশালী, নরম, রঙিন, নমনীয় এবং টেকসই করতে এর উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ১৬,০০০-রও বেশি রাসায়নিক মিশ্রণ করা হয়। তাই স্বাভাবিক দেখতে প্লাস্টিকের ব্যাগ, চামচ, প্লাস্টিক লেপ দেওয়া প্লেট ও কাপ, বা স্টাইরোফোমের বাটিতে হাজার হাজার বিষাক্ত রাসায়নিক ভর্তি থাকে যা বাতাস, জল এবং আমাদের ত্বকের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে ও ক্যান্সার, কার্ডিওভাসকুলার রোগ, হরমোনের ভারসাম্যহীনতা, বন্ধ্যত্ব এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য জটিলতার কারণ হয়। প্লাস্টিক থেকে মাইক্রো ও ন্যানো প্লাস্টিক (MNP)ও নির্গত হয়, যা যকৃৎ, কিডনি ও মস্তিষ্কের মতো বিভিন্ন অঙ্গে জমা হয়ে স্ট্রোক, ডিমেনশিয়া এবং অঙ্গ বিকলের মতো অনেক রোগ সৃষ্টি করে।

ওম প্রকাশ সিং

প্লাস্টিক কেবল স্বাস্থ্যের জন্যই ঝুঁকি নয়; এটি জলবায়ু ও দূষণের সমস্যাও। যেহেতু ৯৯% প্লাস্টিক জীবাশ্ম জ্বালানি (কাঁচা তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস বা কয়লা) থেকে তৈরি হয়, তাই এর পুরো জীবনচক্র — উৎপাদন থেকে বর্জ্য নিষ্পত্তি পর্যন্ত — গ্রিনহাউস গ্যাস (GHGs) নিঃসরণ করে। প্লাস্টিক যদি একটি দেশ হত, তবে এটি বিশ্বব্যাপী গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণে পঞ্চম বৃহত্তম হত। এটি জলবায়ু সংকটকে চালিত করে, এবং আমরা গত দশকে দেখেছি, রাস্তার বিক্রেতারাই এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত — প্রাণঘাতী তাপপ্রবাহ, প্লাস্টিকে আটকে যাওয়া ড্রেন থেকে শহুরে বন্যা, এবং রাস্তায় তাদের কর্মঘণ্টাজুড়ে বিষাক্ত বায়ু দূষণের মুখোমুখি হয়েছেন।

এই বিপদগুলি চিনতে পেরে, ২০১৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছিল যে তারা সব ধরনের 'ব্যবহার করে ফেলে দেওয়া' প্লাস্টিক নিষিদ্ধ করবে। কিন্তু শিল্প লবির প্রভাবে, ২০২১ সালে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে কেবলমাত্র ১৯টি আইটেমের তালিকা করা হয় যা প্রাথমিকভাবে রাস্তার বিক্রেতা এবং ছোট দোকানদাররা ব্যবহার করেন। এই পক্ষপাতদুষ্ট নিষেধাজ্ঞা ১লা জুলাই ২০২২ থেকে কার্যকর হয় এবং এর ফলে অনেক শহরে রাস্তার বিক্রেতাদের উপর ভারী জরিমানা আরোপ করা হয়েছে। একই সময়ে, এটি নেসলে, ইউনিলিভার, কোকা-কোলা-এর মতো ফাস্ট মুভিং কনজিউমার গুডস (FMCG) কোম্পানিগুলোকে এবং জিওমার্ট, অ্যামাজন-এর মতো ই-কমার্স কোম্পানিগুলোকে তাদের প্যাকেটজাত খাবার ও অন্যান্য পণ্য 'ব্যবহার করে ফেলে দেওয়া' প্লাস্টিকে বিক্রি চালিয়ে যাওয়ার জন্য অব্যাহতি দেয়।

নিষেধাজ্ঞার এই পক্ষপাতদুষ্ট ও সীমাবদ্ধ প্রকৃতি তখনই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন আমরা বুঝতে পারি যে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের ভারতের প্লাস্টিক উৎপাদনে একচেটিয়া আধিপত্য রয়েছে। ভারতের প্রায় ৮০% সিঙ্গল-ইউজ (বা 'ব্যবহার করে ফেলে দেওয়া') প্লাস্টিকের উৎস তাদের জামনগর পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্সে! তাই যখন রাস্তার বিক্রেতারা প্লাস্টিক কিনে এবং ব্যবহার করেন, তারা তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীকে আরও বেশি ব্যবসা দিচ্ছেন। এটা কিভাবে কাজ

করে তা এখানে বলা হল। রিলায়েন্সের পেট্রোকেমিক্যাল ও প্লাস্টিক সাম্রাজ্য তাদের মুনাফার প্রধান উৎস। তারা এই মুনাফা খুচরো এবং জিওমার্ট-এর মতো অন্যান্য ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে ব্যবহার করে, যেখানে তারা প্লাস্টিক ব্যবসা থেকে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত নগদী ব্যবহার করে গভীর ডিসকাউন্ট (ছাড়) দিয়ে রাস্তার বিক্রেতা ও ছোট দোকানদারদের কাছ থেকে গ্রাহক ছিনিয়ে নেয়। চক্রটি স্পষ্ট: প্লাস্টিকের মুনাফা খুচরো বাণিজ্যে একচেটিয়া আধিপত্যকে জ্বালানি দেয়, ধীরে ধীরে ছোট বিক্রেতাদের ব্যবসা থেকে বের করে দেয় — ঠিক যেমন জিও একসময় সস্তা রিচার্জ রেট ব্যবহার করে প্রতিযোগিতাকে মুছে দিয়েছিল, পরে দাম বাড়িয়ে দিয়ে।

প্লাস্টিকের গল্প শুধু দূষণের বিষয় নয়; এটি ক্ষমতা, অসমতা এবং অস্তিত্বেরও বিষয়। রাস্তার বিক্রেতারা, যারা অর্থনীতিতে অবদান রাখেন এবং আমাদের শহরগুলিকে সজীব রাখেন, তারাই সর্বোচ্চ মূল্য দিচ্ছেন — তাদের স্বাস্থ্য, জীবিকা এবং ভবিষ্যতের বিনিময়ে।

স্বরাজ সামন্ত:অপারেশন সানশাইন বিরোধী অন্যতম যোদ্ধা

মুরাদ হোসেন

প্রয়াত স্বরাজ সামন্ত অপারেশন সানশাইনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অন্যতম অগ্রণী যোদ্ধা। স্বরাজ সামন্ত তার পারিবার প্রদত্ত নাম নয়। ৭০ দশকে সরকার বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামে অংশ নেওয়ায় বিপ্লবী জনগণের দেওয়া নাম। অকৃতদার স্বরাজ সামন্ত ছিলেন বৈচিত্রে রোমাঞ্চে পরিপূর্ণ আদর্শে সৎ ব্যক্তিত্বপূর্ণ দৃঢ়চেতা আকর্ষণীয় এক ব্যক্তিত্ব। কম কথা বলতেন। যা বলতেন তা যুক্তি দিয়ে বলতেন এবং দৃঢ়ভাবে তা বিশ্বাস করতেন । তার বিশ্বাসের আদর্শের সাথে আপস করতে কখনো দেখিনি। কিন্তু জনগণের হিতের জন্য ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের সাথে এ্যাডজাস্ট করতে পিছু পা হতেন না।

আর একারনেই বিভক্ত নকশাল আন্দোলনের সব গ্রুপের কাছে তিনি সম্মানীয় কিন্তু অগ্রহনযোগ্য ছিলেন। দেখা গেছে অনেক সময় যৌথ আন্দোলনের স্বার্থে তাকে যোগাযোগের দায়িত্ব পালন করতে। স্বরাজদার এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই কলকাতায় বিভিন্ন দলের অনুগামী হকার হওয়া সত্বেও স্বরাজদা সকল হকারের কাছে প্রিয় ছিলেন। অপারেশন সানশাইনের প্রথম দিকে সর্বত্র শ্লোগান দেওয়ার লোক কম ছিল। স্বরাজদা ঐ কম জায়গাটা পুরণ করেছিলেন। অপারেশেন সানশাইন ঘোষণার প্রাক মুহূর্তে মহাকরণ অভিযানের সমাবেশে যোগ দেওয়ার মধ্য দিয়ে স্বরাজ সামন্তর হকার সংগ্রাম কমিটির সাথে যুক্ত হোন। এর আগে তিনি পুলিশের অত্যাচারের বিরোদ্ধে তালতলা বাজার ও ডালহৌসি হকারদের সংগঠিত করে দুটি ইউনিয়ন প্রতিষ্টা করেন। অপারেশন সানশাইনের প্রতিবাদের সব ধরনের আন্দোলনে সব সময় তিনি প্রথম সারিতে থাকতেন। প্রতিদিন স্বরাজদা এবং আমার কাজ ছিল হাতিবাগান থেকে গড়িয়াহাট পর্যন্ত হকারদের সাথে সাক্ষাৎ করা এবং তাদের সংগঠিত করে মিছিল করা। কখনো কখনো রাস্তা অবরোধ করা, গ্রেফতারবরণ করা। এটা প্রতিদিনের রুটিনে পরিণত হয়েছিল। ঝড় বৃষ্টি যাই হোক হকারদের সাথে দেখা করতেই হবে। একদিনের কথা বলছি। রাত থেকেই অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে। কলকাতার সর্বত্র জলে ডুবে গেছে। যানবাহন সব বন্ধ। আমি বিছানয় শুয়ে আছি। উঠে কি করবো? প্রতিদিনের দৌড়ঝাঁপের বাইরে আজ একটু আরাম করা যাক। আমি ভাবলে কি হবে। স্বরাজদার ফোন। কি করছো? বললাম শুয়ে আছি। উত্তর এলো শুয়ে আছো। বেরোবেনা? বললাম এই বৃষ্টিতে কোথায় যাবো? কি করে যাবো? কার কাছে যাবো? উত্তর এলো আমরা কি হেঁটে যাইনা? আর কাউকে পাই না পাই সুমন ও হাজিকে তো পাবো। অগ্যতা বেরিয়ে পড়লাম। এমনই ছিল স্বরাজদার গণসংযোগের ধরণ। তাইতো হকারদের কাছে বিশেষ করে কালিঘাট ও গড়িয়াহাটের হকারদের কাছে এত প্রিয়, যে সম্মান আজ একটুও কমেনি। শুধু কালিঘাট গড়িয়াহাট নয় গোটা কলকাতার হকাররা চিরদিন স্বরাজদাকে মনে রাখবে। অনান্য বিপ্লবীদের সাথে হকাররাও স্বরাজ সামন্তকে চিরদিন মনে রাখবে।

ভবতোষ সরকারের **সম্পাদনায়** হকার সংগ্রাম কমিটির মুখপত্র 'এই সময় মানবজমিন' ১৬/১৭, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০৯ থেকে ২০২৫-এর অক্টোবর সংখ্যা প্রকাশিত হল। **সম্পাদকমণ্ডলী** শক্তিমান ঘোষ, মুরাদ হোসেন, উজ্জ্বল সেনগুপ্ত, সুশোভন চ্যাটার্জী (সংকেত), সোনালী মুর্শেদ, বাবুসোনা মণ্ডল, কুশল, অত্রি ভট্টাচার্য, সুবলচন্দ্র সরদার, অনিতা দাস, রেখা মারিক, বিশ্বেন্দু নন্দ